দৈনিক ইত্তেফাক

OCT 24 1999

তারিখ ... OCT ... 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আলী কদমে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন করিয়া শিক্ষক

লামা সংবাদদাতা ॥ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে আলীকদম পার্বত্য থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া বিঘ্নিত হইতেছে। থানার ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টিতে মাত্র ১-জন করিয়া শিক্ষক রহিয়াছেন।

আলীকদম পার্বত্য থানার ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ২৫ জন শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। থানার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, আলীকদম আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ জন, চিয়নীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন, মাংথাই-পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাবুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নোয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যা-লয়, চমপট পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মংচিং হেডম্যানপাড়া সর-কারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ জন করিয়া ৫টি বিদ্যালয়ে ১০ জন শিক্ষক নিয়ো-জিত আছেন। অপর ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় যথাক্রমে মেজর জামানপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভরিরমুখ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মংপাখই হেডম্যানপাড়া সরকারী বিদ্যালয়, চৈক্ষং ত্রিপুরাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চন্দ্রমোহনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আমতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন করিয়া শিক্ষক আছেন। মাত্র ১ জন শিক্ষকের পক্ষে ৫টি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করানো প্রায় অসম্ভব। ইহাছাড়া কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রায় ২ শত কিংবা আরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। ফলে এক সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীকে লেখাপড়া করানো সম্ভব কিনা তাহা সহজেই অনুমেয়।

অন্যদিকে এই সকল বিদ্যালয়ের একজন মাত্র শিক্ষককে থানা সদরের মাসিক মিটিংয়ে যোগদান, শিশু জরিপ, বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নসহ বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহে বেশীরভাগ সময় ব্যস্ত থাকিতে হয়। অনেক সময় একমাত্র শিক্ষকের অনুপস্থিতে আপনা হইতেই স্কুলগুলি বন্ধ থাকে।